R. N. No. 2532/57 Phone No. RGG.112 Regd No.—WB/MSD—4

সঞ্চয় জগতে এক অবিস্মরণীয় নাম :
অরুণোদয় সেভিংস এণ্ড ইনভেষ্টমেণ্ট (ই) লিমিটেড
গভঃ রেজিঃ নং ৩৯০০৫
হেড ও রেজিঃ অফিস :
বারুইপাড়া, কালনা (বর্দ্ধমান)
শাখা অফিস :
ফুলতলা, রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)
এই প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সাধারণ ও দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যুবীমার সুযোগ নিন।

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

ভি ডি ও ক্যাসেট স্যুটিং
এর জন্য যোগাযোগ করুন—
ষ্টুডিও চিত্রশ্রী
রঘুনাথগঞ্জ :: মুর্শিদাবাদ
ব্রাঞ্চ : ষ্টুডিও চিত্রশ্রী ২
রঘুনাথগঞ্জ ॥ ফুলতলা
এজেণ্ট : ম্যাপ কালার ল্যাবঃ

১৭শ বর্ষ
২৬শ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ২৭শে কার্ত্তিক বুধবার, ১৩৯৭ সাল
১৪ই নভেম্বর, ১৯৯০ সাল।
নগদ মূল্য : ৫০ পয়সা
বার্ষিক ২৫৲

জাতীয় জলপথ কোন কাজে লাগছে না

ফরাক্কা : রাজীব গান্ধী ফরাক্কায় এসে কলিকাতা-এলাহাবাদ জাতীয় জলপথের উদ্বোধন করেন ১৯৮৮ সালের ১৬ নভেম্বর। তিনি বলেছিলেন এই জলপথ দিয়ে বড় বড় জাহাজ যাতায়াত করায় মাল-পরিবহনের ক্ষেত্রে যথেষ্ট সাহায্য হবে। কিন্তু এই কয়েক বছরের অভিজ্ঞতায় দেখা যাচ্ছে ফরাক্কা লক গেটের সংকীর্ণ পথ দিয়ে বড় জাহাজ যেতে পারছে না। এমন কি ছোট ছোট ষ্টীমার ৭/৮ দিন সময় নিচ্ছে কলকাতা থেকে এলাহাবাদ যেতে এবং রেল ও ট্রাকের চেয়ে খরচও বেশী পড়ছে। কিন্তু তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জলপথটি উদ্বোধন করে বলেছিলেন হুগলী, ভাগীরথী ও গঙ্গা দিয়ে হলদিয়া থেকে এলাহাবাদ পর্যন্ত ২০০ কিলোমিটার জলপথ মাল ও যাত্রী পরিবহন দ্রুততর হবে। এই ব্যবস্থায় সুষ্ঠু রূপায়ণে ফিডার ক্যানেলে বসানো হয় আরো দুটি লক গেট। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় ভাগীরথীকে জঙ্গিপুর থেকে নবদ্বীপ পর্যন্ত খনন করে নাব্য করতে যে তেত্রিশ কোটি টাকা মঞ্জুর হয়েছিল তার (শেষ পৃষ্ঠায়)

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার কর্ম্মসূচীতে হিন্দু ধর্ম্মের শ্রাদ্ধ করা হচ্ছে

জঙ্গিপুর : বিডিও রঘুনাথগঞ্জ ২ গত ১ নভেম্বর তাঁর ১১৬২ নং চিটি মারফৎ ওই ব্লকের নটি গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানদের জানান সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার কর্মসূচী ঠিক করা হয়েছে। সেই কর্মসূচী অনুযায়ী কলকাতার "জয়গুরু" কবিদল প্রতিটি পঞ্চায়েতের গ্রামে গ্রামে কবিগানের মাধ্যমে সম্প্রীতি রক্ষার আবেদন জানাবেন। তাঁদের থাকা, খাওয়া ও আসর করার সব ব্যবস্থা যেন প্রধানরা করেন। পরিকল্পনা অনুযায়ী ৩ নভেম্বর থেকে 'জয়গুরু' সম্প্রদায়ের গান শুরু হয় এবং এই গান চলে ১২ নভেম্বর পর্যন্ত। গত ৫ নভেম্বর ভারতীয় জনতা পার্টির থানা সাধারণ সম্পাদক অনুপ সরকার বিডিও ২, এস ডি ও এবং রঘুনাথগঞ্জ থানার ওসির কাছে এক লিখিত অভিযোগে জানান 'জয়গুরু' সম্প্রদায় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির নামে গানের মাধ্যমে বি জে পি, বিশ্ব হিন্দু পরিষদকে হেয় (শেষ পৃষ্ঠায়)

প্রশাসনিক ব্যর্থতায় এপার ওপার মিলে মিশে একাকার

জঙ্গিপুর : রঘুনাথগঞ্জ-২ ব্লকের বিভিন্ন গ্রাম এলাকা দিয়ে বর্ডার পার করে জলপথে বাংলাদেশে চোরা চালান এবং আমদানী দিন দিন বেড়ে চলেছে। চালানকারীদের দাপটে ও আইনের বেড়াজালে বর্তমান প্রশাসন একেবারে পঙ্গু হয়ে পড়েছে বলে মনে হচ্ছে। রাতে বিদ্যুৎ ট্রান্সফরমারের মেন সুইচের হ্যাণ্ডেল নামিয়ে বিদ্যুৎ চলাচল বন্ধ করে অন্ধকার পথে ট্রাক পার করছে চালানকারীরা। অন্যদিকে পুলিশ প্রশাসন সব জেনেও চুপচাপ। খবরে প্রকাশ পুলিশের সঙ্গে চালানকারীদের সমঝোতা হয়েছে দৈনিক চাল চিনি বস্তা পিছু। ২ টাকা দিলেই তারা সাইকেল টাঙ্গা বা ট্রাক ছেড়ে দেবে। এছাড়া বিভিন্ন ধাপে মাস কাবারি তো আছেই। এইভাবেই বাংলাদেশ থেকে প্রায় প্রকাশ্যেই বেআইনী মাদক দ্রব্য, আর্মস আমদানী হয়ে একেবারে শহরে মধ্যস্থলে এসে যাচ্ছে। জঙ্গিপুর বাসষ্ট্যাণ্ডে (৪র্থ পৃষ্ঠায়)

আন্ত্রিক মহামারীরূপে এনকেফেলাইটিসও ভয়াবহ

সাগরদীঘি : মনিগ্রাম, সনকাডাঙ্গায় আন্ত্রিক দেখা দিয়েছে ঘরে ঘরে। অপরদিকে এই ব্লকের বন্ধেশ্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের সের, জাগলাই, তাঁতিবিড়ল প্রভৃতি গ্রামেও তান্ত্রিক ভয়াবহ আকারে দেখা দিয়েছে। চাঁদপাড়া আদিবাসী গ্রামে বহু মানুষ এনকেফেলাইটিতে আক্রান্ত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে। এইসব গ্রামগুলোতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক টিউবওয়েল না থাকার ফলে পুকুরের জল ব্যবহার করতে হচ্ছে গ্রামবাসীদের। ফলে রোগ ছড়িয়ে পড়ছে মহামারীরূপে। স্বাস্থ্য দপ্তর সব দেখেশুনেও তৎপর নন। মনিগ্রাম হেলথ সেণ্টারে বেশ কয়েক মাস থেকে ডাক্তার নেই। রোগীদের বাধ্য হয়ে দূরবর্তী সাগরদীঘি, বহরমপুর কিংবা জঙ্গিপুর হাসপাতালে নিয়ে যেতে হচ্ছে। সাগরদীঘি (শেষ পৃষ্ঠায়)

প্রকৃত অপরাধী রাজনৈতিক ছত্রছায়ায় নিরাপদে

অরঙ্গাবাদ : গত ৩১ অক্টোবর নিমতিতার জগতাই ও চাঁদরা গ্রামে যে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ হয়, পুলিশ সে ঘটনায় কয়েকজনকে সঙ্গে সঙ্গে গ্রেপ্তার করে। কিন্তু স্থানীয় জনসাধারণের অভিযোগ ঘটনায় প্রকৃত নায়ক কোন এক রাজনৈতিক দলের ছত্রছায়ায় নিরাপদে রয়েছেন। তাকে পুলিশ ঐ দলের চাপে জেনেশুনেও গ্রেপ্তার করেনি। ফলে অরঙ্গাবাদ ও নিমতিতায় ত্রাস ও আতঙ্ক কাটেনি। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে গত ৪ নভেম্বর এক বিশাল মৌন প্রতিবাদ মিছিল অরঙ্গাবাদ, নিমতিতা, জগতাই প্রভৃতি অঞ্চল পরিক্রমা করে। প্রায় ৫ হাজার সর্বধর্মীয় মানুষ এই মিছিলে যোগ দেন বলে খবর।

বাজার খুঁজে ভালো চায়ের নাগাল পাওয়া ভার,
দার্জিলিঙের চূড়ায় ওঠার সাধ্য আছে কার?
শুনুন মশাই, স্পষ্ট কথা বাক্য পরিষ্কার
মনমাতানো দারুণ চায়ের ভাঁড়ার চা ভাণ্ডার।।
সবার প্রিয় চা ভাণ্ডার, সদরঘাট, রঘুনাথগঞ্জ।
ফোন : আর জি জি ১৬

সর্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

২৭শে কার্ত্তিক বুধবার ১৩৯৭ সাল

উলুখাগড়া !

আমাদের পত্রিকার বিগত সংখ্যায় প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনের ভিত্তিতে এই নিবন্ধের অবতারণা। উক্ত প্রতিবেদনে জনগণকে উলুখাগড়া বলা হইয়াছে যাহার মূল কথা হইতেছে, জনগণের প্রাণ ওষ্ঠাগত। 'উলুখাগড়া' শব্দটিকে বিশেষ ভঙ্গিমায় ভাঙ্গিলে 'উলু-খা-গড়া' দাঁড়ায়। ইহার তাৎপর্য এই যে, একপক্ষের উলু অর্থাৎ মুখে মাঙ্গল্যধ্বনি দুর্ভোগে নাজেহাল জনগণকে গড়া খাইতে অর্থাৎ আরও ওষ্ঠাগতপ্রাণ হইতে ইঙ্গিত করা হইতেছে।

কলিকাতা পরিবহনের রঘুনাথগঞ্জ—কলিকাতা এবং দক্ষিণবঙ্গ পরিবহনের রঘুনাথগঞ্জ—দুর্গাপুর বাস দুইটি চালু থাকার অনিশ্চয়তা হেতু সাধারণ মানুষের দুর্গতি চরমে উঠিবে বলিয়া আশঙ্কা করা হইতেছে। ইহার কারণ বাস দুইটি এ যাবৎ এখানকার মহকুমা শাসকের অফিস চত্বরে রাত্রে অপেক্ষা করিত। বর্ষার কারণে বাস দুইটি রাস্তার উপরে থাকায় সরকারী গাড়ীর যাতায়াতে অত্যন্ত অসুবিধা হওয়ায় মহকুমা শাসকের পক্ষ হইতে উক্ত দুইটি পরিবহন সংস্থার সঙ্গে আলোচনা চলিতে লাগিল। মহকুমা শাসকের অফিস চত্বরেই সুবিধামত স্থানে ইঁট ও মোরাম দিয়া বাঁধাইয়া বাস দুইটি থাকার জন্য কুড়ি হাজার টাকার প্ল্যান-এষ্টিমেট তৈয়ারী হইল। স্থির হইল যে, উক্ত দুইটি সংস্থার প্রত্যেকে পাঁচ হাজার টাকা দিবেন এবং মহকুমা প্রশাসন বাকী দশ হাজার টাকা দিবেন।

উলুখাগড়া নিশ্চিন্ত হইল। লড়াই বাধিল না, অতএব —। কিন্তু 'কপাল যার সঙ্গে' কলিকাতা পরিবহনকে চেকের পরিবর্তে পাঁচ হাজার টাকার ডিম্যাণ্ড ড্রাফট পাঠাইতে অনুরোধ করা হইয়াছে। অপরদিকে দক্ষিণবঙ্গ পরিবহন সংস্থা হইতে জানান হইয়াছে যে, রঘুনাথগঞ্জে আর বাস রাখা হইবে না। বাস রুটের পরিবর্তন করা হইবে।

এখন বিভাগীয় মর্জির উপর উলুখাগড়াদের ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে। এই অতি প্রয়োজনীয় বাস দুইটি বন্ধ হইলে মানুষের অসুবিধার অন্ত থাকিবে না। মহকুমা শাসক উভয় সংস্থাকেই রেডিওগ্রাম মারফৎ বাস দুইটি বন্ধ না করিতে অনুরোধ জানাইয়াছেন। এখন জনগণ গড়া খাইবে এবং পরিবহন বিভাগ দুইটি হুলুধ্বনি করিবেন কিনা, তাহা এখনও জানা যায় নাই।

জাতীয় অগ্রগতি, সামাজিক ন্যায়বিচার ও সংরক্ষণ পরিকল্পনা

বরুণ রায়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

এই আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক পটভূমিকায় দেশের এই ধনিকপোষিত ও তাদের সেবাদাস নীতিভ্রষ্ট বর্তমান নেতৃত্বের মারফৎ আমরা দেশের অগ্রগতি, সামাজিক ন্যায়বিচার প্রভৃতির সুখস্বপ্ন দেখছি। লড়াই, লড়াই, লড়াই চাই। সারা দেশ জুড়ে সেই লড়াই চলছে। কোথাও আঞ্চলিক বিচ্ছিন্নতার দাবীতে, কোথাও মন্দির মসজিদকে সামনে খাড়া রেখে, কোথাও ভাষা সংস্কৃতিপ্রীতির অন্ধ অহমিকাবোধে ইন্ধন জুগিয়ে, আবার কোথাও বা ভোটশিকারীদের জাতপাত ও অন্ধ কুসংস্কারকে খুঁচিয়ে তোলার খেলায়।

দেশজুড়ে আজ যে মুদ্রাস্ফীতি এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষের বলগাহাড়া ঊর্দ্ধগতি আর তার সঙ্গে ক্রমবর্দ্ধমান বেকার সমস্যা ও কর্মহীনতা তাতে অনুন্নত শ্রেণীর কিছু মানুষকে সংরক্ষণনীতির আওতায় এনে চাকরী দিলে ব্যক্তিগতস্তরে কিছু মানুষের আর্থিক উপকার হতে পারে, আপাতদৃষ্টিতে এই প্রচেষ্টাতে সামাজিক ন্যায়বিচারের মোড়কও লাগানো মনে হতে পারে। কিন্তু এতে কাজ কতদূর এগোবে? এখন পর্যান্ত যে পদ্ধতি কায়েম আছে তাতে নিম্নবর্ণের মানুষদের মধ্যে যারা অপেক্ষাকৃত ধনী, শিক্ষিত ও সুবিধাভোগী তারাই সংরক্ষণের দুধ মধু ভোগ করছে। বাকী সকলে যে তিমিরে সেই তিমিরে। কোটি কোটি অশিক্ষিত, নিরন্ন, গৃহহীন, রোগজীর্ণ উচ্চবর্ণের কাছে লাঞ্ছিত ও ঘৃণিত এই মনুষ্যেতর অস্পৃশ্য মানুষদের অঙ্গুলিমেয় কয়েকজন ভাগ্যবান চাকুরীজীবি কোন মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করবে? জাতপাত, ধর্ম বা বর্ণ নয় প্রতিটি ক্ষেত্রে একমাত্র বিবেচ্য হতে পারে সামাজিক ও অর্থনৈতিক নিষ্পিষ্ট অবস্থান। তাদের ক্ষেত্রেই একটা নির্দ্ধিত সময়সীমা পর্যন্ত কিছু সংরক্ষিত সুযোগ-সুবিধা দেওয়া যেতে পারে। জাত নয়, প্রকৃত প্রয়োজনভিত্তিক মানবিক বিবেচনার নিরিখে অগ্রসর হতে হবে।

ধরে নেওয়া যাক, অনগ্রসর শ্রেণীর বেশ কিছু মনুষ চাকরী পেতে থাকল। অন্যদিকে একই সঙ্গে দেশে বেকার সমস্যা বেড়ে চলল। মুদ্রস্ফীতি বেড়ে চলল। কর্মহীন যুবকরা নিরুদ্যম হয়ে পড়বে, বাঁচার তাগিদে অন্ধকার জগতের দিকে পা বাড়াবে। পুলিশ, প্রশাসন ও অন্যান্য সরকারী দপ্তরে এখন যারা কাজ করছে তাদের বেশীর ভাগই যে আজ দু'হাতে ঘুষ নিচ্ছে, অন্যায় ও দুর্নীতির পোষণ করছে, কাজে ফাঁকি দিচ্ছে মানুষের সঙ্গে হৃদয়হীন আচরণ করছে তাদের চরিত্র বদলাতে না পারলে সংরক্ষণের দৌলতে আরও কিছু ভাগ্যবান এদের দলে যোগ দিলে জাতীয় প্রগতি ও সামাজিক ন্যায়বিচারের পথে আমরা কতটা এগোব?

জাতীয় প্রগতি ও সামাজিক ন্যায়বিচার পাওয়ার পথে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ভোগ্যপণ্য ও অন্যান্য সম্পদ উৎপাদন এবং তার ন্যায়সঙ্গত সুষম বণ্টন একটি আবশ্যিক সর্ত। কিন্তু লক্ষ্য অর্জনে এটিই একমাত্র উপাদান নয়। ভোগ্যপণ্য উৎপাদন ও বণ্টনের পিছনে 'মানুষ' নামক যে মস্তিষ্ক ও হৃদয়বৃত্তি সম্পন্ন যন্ত্রটি আছে স্বাধীন ভারতবর্ষে তাকে গড়ে তোলার কোন পরিকল্পিত প্রযত্ন দেখা যায়নি। Human element এর দিকে আমরা নজর দিইনি। জাতীয় প্রগতির উপাদান শুধু ধনপ্রাচুর্যই নয়। শিক্ষা, ন্যায়নিষ্ঠা, সততা, কর্তব্যনিষ্ঠা, দেশপ্রেম, বীর্যবত্তা, পরমতসহিষ্ণুতা প্রভৃতি মানবিক মূল্যবোধগুলি ফিরিয়ে আনতে না পারলে আত্মসুখী, নীতিবর্জিত, ভোগবাদের পিছু ধাওয়া করা মনুষ্যযন্ত্রকে দিয়ে আকাঙ্খিত প্রগতির পথে আমরা পৌঁছতে পারব না। এবং এই পরিপ্রেক্ষিতে সংরক্ষণ নীতির পক্ষে বা বিপক্ষে আজ যারা লড়ছে তারা যবনিকার অন্তরালবর্তী ধুরন্ধর খেলোয়াড়দের সুতোয় টানে পুতুল নাচ নাচছে। (শেষ)

চিঠি-পত্র

(মতামত পত্র লেখকের নিজস্ব)

সি পি এম জুলুম করে চাঁদা আদায় করছে প্রসঙ্গে

২৪ অক্টোবর ১৯৯০ সংখ্যায় আপনার পত্রিকায় উক্ত শিরোনামায় যে সংবাদ প্রকাশ হয়েছে তার তীব্র প্রতিবাদ করছি। আমাদের পার্টির কোন প্রধানই এইভাবে কোনদিনই চাঁদা আদায় করে না। আমাদের পার্টি ও পার্টির আন্দোলন পরিচালনায় এবং আরও অনেক প্রয়োজনে আমরা জনগণের নিকট থেকে প্রায়শঃই চাঁদা তুলে থাকি। জনগণ স্বেচ্ছায় যা চাঁদা দেন তাতে আমাদের প্রয়োজন মিটে যায়। জোর করে চাঁদা আদায়ের তাই প্রশ্নটাই অবান্তর।

মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য
সম্পাদক, সি পি আই (এম)
জঙ্গিপুর লোকাল কমিটি

[আমাদের সংবাদে ছিল অভিযোগটি স্থানীয় কংগ্রেস বিধায়ক হাবিবুর রহমান করেছেন। চাঁদা আদায় যে করেন সে কথা সম্পাদক অস্বীকার করেননি। প্রায়শঃই চাঁদা তোলা হয় একথাও সম্পাদক বলেছেন। সবক্ষেত্রেই যে জনগণ খুশিমনে স্বইচ্ছায় চাঁদা দেন এটা তিনি জোর দিয়ে বলছেন কি করে।

—সম্পাদক, জঃ সং]

জররী রাস্তার একটি ব্রীজ উদ্বোধন হলো

আহিরণ : সুতি ১নং ব্লকের কানুপুর—বহুতালীর ১৯ কিলো-মিটার রাস্তাটি নির্মাণ কাজ শেষ না হলেও প্রয়োজনীয় বহুতালী—কাঁদোয়া গ্রামের মধ্যবর্তী ব্রীজটির নির্মাণ কাজ শেষ হয়ে গত ২৬ অক্টোবর উদ্বোধন হলো। উদ্বো-ধন করলেন মুর্শিদাবাদ, বীরভূম ও মালদা সার্কেলের সুপারিন্টেন-ডেন্ট ইঞ্জিনিয়ার রোডস্ গৌরহরি মাঝি। অনুষ্ঠান উৎসবে বহুতালী গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান ইয়াসীন বিশ্বাস ও নির্বাচিত জেলা পরিষদ সদস্য জানে আলম মিঞা সহ পঞ্চায়েত সদস্যগণ ও গ্রামের উৎসাহী অধিবাসীরা যোগ দেন। কাজে হাত দেওয়ায় পর ছ'মাসের মধ্যে এই ব্রীজ তৈরী শেষ হওয়ায় সকলে কর্মীদের প্রশংসা করেন। কিন্তু কানুপুর—বহুতালী রাস্তাটি ১৯৬২ সালে অনুমোদন পেলেও ১৮ বছরে কোন কাজ শুরু না হওয়ায় গ্রামবাসীরা ইঞ্জিনিয়ারের কাছে অভিযোগ জানান ও আর দেরী না করে কাজ শুরু করার দাবী জানান। হাড়োয়ার কাছে ব্রীজটির কাজ তিন বছরেও শেষ না হওয়ায় গ্রামবাসীরা ক্ষোভ প্রকাশ করেন। এই রাস্তাটি বহুতালী গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বহু গ্রামের মানুষের চলাচলের প্রয়োজনীয় রাস্তা। এই রাস্তার ও হাড়োয়ার ব্রিজটির কাজ যাতে যথাশীঘ্র শেষ হয় সুপারিন্টেনডেন্ট ইঞ্জিনিয়ারের কাছে গ্রামবাসীরা দাবী জানান।

শ্যামসুন্দরের মোহান্ত আক্রান্ত

আহিরণ : গত ৪ নভেম্বর রাত্রে একদল দুষ্কৃতির হাতে হিলোড়া গ্রামের শ্যামসুন্দরদেবের মন্দির ও এষ্টেটের মোহান্ত আক্রান্ত হন। তাঁকে গলা টিপে হত্যার চেষ্টা হয় বলে অভিযোগ। তাঁর আর্তনাদে আশপাশের মানুষ ছুটে ঘটনাস্থলে আসায় দুবৃর্ত্তরা পালিয়ে যায়। মোহান্ত পরে সুতী থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করেন। কেউ ধরা পড়েনি। গ্রামবাসীরা জানান মন্দির ও এষ্টেটের অছি পরিষদ নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে মোহান্তের সঙ্গে মামলা চলছে। এই আক্রমণ তারই জের বলে গ্রাম-বাসীদের সন্দেহ।

কর সেবকদের উপর গুলি চালানোর প্রতিবাদে অনশন

বহরমপুর : গত ৩০ অক্টোবর অযোধ্যায় নিরস্ত্র ও অহিংস কর সেবকদের উপর উত্তর প্রদেশ সরকারের পুলিশের গুলি চালনার প্রতিবাদে সারা ভারতের সাথে গত ৬ নভেম্বর বহরমপুর ক্যালেক্টরীর সামনে বি জে পি অবস্থান ও অনশন করেন। জেলার বিভিন্ন স্থানেও অনশন ও অবস্থান বিক্ষোভ দেখানো হয়। সারা জেলায় ধিক্কার মিছিল করা হয়। বহরমপুরে অনশনে অংশ নেন ১১০ জন ও অবস্থানে যোগ দেন ৫০ জন বি জে পি সমর্থক। বহরমপুরে বিক্ষোভ সভায় বক্তব্য রাখেন জেলা সহ-সভাপতি অজিত মৈত্র, সভাপতি শ্যামল গুপ্ত, সাধারণ সম্পাদক প্রণব ব্যানার্জী প্রমুখ।

মৃতদেহ সনাক্ত হলেও খুনী অন্ধকারে

ধুলিয়ান : গত ২৩ সেপ্টেম্বর তারা-পুর মাঠে যে দুটি মেয়ের লাশ পাওয়া তা গ্রামবাসীরা সনাক্ত করেছে বলে খবর। দুটির মধ্যে একটি পুঁটিমারীর সুরাতন বেওয়া এবং অপরটি মৃতার কন্যা আজমা খাতুনের। এরা কয়েকদিন পূর্বে গ্রাম থেকে নিখোঁজ হয় বলে জানা যায়। গ্রামবাসীদের সন্দেহ মা ও মেয়েকে প্রলোভন দেখিয়ে কোথাও লুকিয়ে রেখে হত্যা করা হয়। খুনের কারণ এখনও জানা যায়নি। সমসেরগঞ্জ থানার ওসি অবশ্য দৃঢ়তার সঙ্গে জানান খুব শীঘ্রই তদন্ত শেষ হবে এবং রহস্য উদ্ঘাটন করে আসামী ধরা হবে।

আফিডেবিট

আমি সামির হোসেন সেখ পিতা মৃত ওয়াকেব আলি সেখ, পোঃ আহিরণ, জেলা মুর্শিদাবাদ। ভুলবশতঃ স্কুলের খাতায় আমার নাম সামিদ হোসেন সেখ হয়ে যায়। গত ৪ঠা সেপ্টেম্বর, ১৯৯০ জঙ্গিপুর এক্সিকিউটিভ ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে আফিডেবিট বলে পুন-রায় সামির হোসেন সেখ হয়েছি।

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্দ্বারা জানানো যাইতেছে যে, মুর্শিদাবাদ জিলা পরিষদের বেলডাঙ্গা ডাকবাংলোর জায়গায় এবং জিলা পরিষদ সংলগ্ন নির্মিত Market Complex এর দোতলায় ঘর নির্মাণ করিয়া সরকারী অফিস, ব্যাংক ইত্যাদির জন্য ভাড়া দেওয়া হইবে।

যাঁরা ভাড়া লইতে ইচ্ছুক তাঁদের প্রয়োজন উল্লেখ করিয়া আবেদন/যোগাযোগ করিতে অনুরোধ করা হইতেছে।

জে, এম, চক্রবর্তী
জিলা বাস্তুকার
মুর্শিদাবাদ জিলা পরিষদ

তাং : ১-১১-৯০

GOVT. OF INDIA
Department Of Telecommunications
Notice For Purchase of Land

Offers are invited from land owners for an area of about 0.5 to 1.0 acre at the following places of Murshidabad District for the construction of Telephone Exchange buildings and staff quarters by the Dept. of Telecommunications, Govt. of India.

1. Amtala 2, Andi 3. Aurangabad 4. Azimganj 5. Beldanga 6. Bhagwangola 7. Dhuliyan 8. Domkal 9. Gankar 10. Hariharpara 11. Islampore 12. Jalangi 13. Jangipur 14. Kandi 15. Lalgola 16. Murshidabad 17, Nabagram 18. Nagar 19. Nashipur-Balagachi 20. Panchgram 21. Panchthupi 22. Patkabari 23. Raghunathganj 24. Raninagar 25. Rejinagar 26. Sagardighi 27. Saktipur 28. Sagarpara 29. Salar 30. Sarbangapur 31. Sargachhi 32. Satui 33. Trimohini.

Land should be free from any encumbrance and located at the central place and by the side of the main road suitable for heavy duty vehicles.

(A. K. Chatterjee)
Telecom District Engineer
Berhampore Telecom District
P.O. Berhampore
Dist. Murshidabad (W.B.)

Dated at Berhampore
29-10-90

হিন্দু ধর্মের শ্রাদ্ধ করা হচ্ছে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

করার চেষ্টা চালিয়েই ক্ষান্ত হননি, তাঁরা হিন্দু ধর্মের অবমাননা করে চলেছেন। তাঁদের গানের বিষয়-বস্তু হলো হিন্দুধর্ম কোন ধর্মই নয়। রামচন্দ্র কাল্পনিক। তাঁর আঁতুর ঘর কে দেখেছেন? বি জে পি দলের রামভক্ত হনুমান এল কে আদবানীই একমাত্র দেখে-ছেন। একলব্য ছোট জাত হওয়ায় গুরু দ্রোণাচার্য্য সুকৌশলে তার ডান হাতের বুড়ো আঙ্গুল কেটে নিয়ে তাকে অকেজো করতে চেয়ে-ছিলেন ইত্যাদি। অভিযোগ পেয়ে গত ৭ নভেম্বর রঘুনাথগঞ্জ ২নং এর বিডিও তেঘরী গ্রাম পঞ্চায়েতে তদন্তে যান এবং পরিষ্কারভাবে তাঁদের জানিয়ে দেন কোন রাজ-নৈতিক দল, ধর্মীয় সংস্থাকে নিয়ে বিতর্কিত কথাবার্তা বলা বা সমালোচনা করা চলবে না। কিন্তু খবর পাওয়া যাচ্ছে তাও এ সব বন্ধ হয়নি। তার উপর এরা কবির লড়াই এর মতো একদল হিন্দু বা একদল মুসলীম হয়ে লড়াই না করে, তরজা গানের মাধ্যমেই হিন্দুধর্মের ও বি জে পির বিরুদ্ধে বক্তব্য রেখে চলেছেন। এতে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার বদলে বিভেদ বাড়ানো হচ্ছে বলে বি জে পির সম্পাদক অভিযোগ করেন।

কোন কাজে লাগছে না

(১ম পৃষ্ঠার পর)

কানাকড়িও খরচ হয়নি এবং কোন কাজও শুরু হয়নি। জলপথে সুষ্ঠু-ভাবে কাজ চালাতে জঙ্গিপুরে ভাগী-রথী বুকে চরটি উড়িয়ে দেবার কাজেও হাত পড়েনি। তাই তৎকালীন প্রধান মন্ত্রীর ভাষণকে লোকে স্টান্ট বলে মনে করছেন। কেন্দ্রীয় মোর্চা সরকারও এগার মাসে এই অতি প্রয়োজনীয় কাজে হাত না দেওয়ায় বা কোন প্রকার উচ্চ বাচ্য না করায় পশ্চিমবঙ্গের প্রতি কেন্দ্রীয় অবহেলার ট্রাডিশনই বহাল থেকে যাচ্ছে। পঃ বঙ্গের বামফ্রন্ট সরকার কেন্দ্রের বন্ধু সরকারের কাছে কেন এ সম্বন্ধে চাপ সৃষ্টি করেননি তাও বিভ্রান্তি-মূলক বলে জনগণ মনে করছেন।

মিলে মিশে একাকার

(১ম পৃষ্ঠার পর)

চায়ের ও অন্যান্য দোকানগুলিতে, রঘুনাথগঞ্জে ফুলতলায়, ম্যাকেঞ্জী পার্কে, হাসপাতালের রাস্তার ধারে দোকানে এবং উমরপুরে প্রায় প্রতিটি দোকানে পুলিশের সামনেই বিক্রী হচ্ছে চুল্লু, হিরোইন ইত্যাদি। প্রকাশ্যেই চায়ের সঙ্গে চুল্লু মিশিয়ে খদ্দেরকে পরিবেশন করা হচ্ছে বলেও খবর। আসছে বে-আইনী আগ্নেয়াস্ত্র অঢেল পরিমাণে। যেগুলি বেহাত হয়ে মাস্তান ও সমাজবিরোধী-দের শক্তি যোগাচ্ছে। গভীর রাতে-আলো না জ্বালিয়ে চলছে স্কুটার, মোটর সাইকেলে এই সব মাল বোঝাই করে। ফলে নিরীহ সাধারণ মানুষ ভীত সন্ত্রস্ত। তাঁরা জেনেশুনেও ভয়ে মুখে কুলুপ দিয়ে রয়েছেন। বাসষ্ট্যাণ্ড, সিনেমা হাউসের ধার, গঙ্গার ধার, শ্মশান আজ আর নিরাপদ নয়। সন্ধ্যায় গঙ্গার হাওয়া খেতে মেয়েরা তো দূরের কথা পুরুষেরাও ভয় কর-ছেন। বর্তমানে বোমাবাজী পটকা খেলার মত ব্যাপার। দুষ্কৃতীদের হাতে প্রচুর টাকা পয়সা এসে যাওয়ায় থানা পুলিশ তাদের মুঠোর মধ্যে বলে তারা বুক ফুলিয়ে প্রকাশ্যে আস্ফালন করছে।

আন্ত্রিক মহামারী রূপে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

হাসপাতালে রোগীর চাপ এত বেশী যে সেখানে ঠিকমত চিকিৎসা হচ্ছে না। বেশ কয়েক বৎসর আগে তাঁতিবিড়ল গ্রামে দীঘির পাড়ে একটি উপ স্বাস্থ্য কেন্দ্রের ঘরবাড়ী তৈরী হয়। কিন্তু উদ্বোধনের সঙ্গে সঙ্গেই সেটি বন্ধ হয়ে যায়। ঘর বাড়ীর ইঁট, কাঠ, দরজা, জানালা চুরি হয়ে বর্তমানে সরকারী প্রোগ্রাম বানচালের নমুনার নিদর্শন হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। স্বাস্থ্য দপ্তর যদি দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ না করেন তবে মৃত্যুর হার ভয়াবহ হবে হলে গ্রামবাসীরা আশংকা করছেন।

হেরোইন উদ্ধার

জঙ্গিপুর ঃ গত ৫ নভেম্বর সকালে রঘুনাথগঞ্জ ২ ব্লকের সাইদাপুরের কাছে ফাদিলপুরে ৬২৫ গ্রাম হেরোইন পুলিশ উদ্ধার করে। যার আনুমানিক মূল্য পঞ্চাশ হাজার টাকা। এই অপারেশনটি পরিচালনা করেন ওসি রঘুনাথগঞ্জ। এ ব্যাপারে সহায়তা করেন ওসি লালগোলা। এই ঘটনায় এ পর্যন্ত দু'জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

সংরক্ষণ নীতির সমর্থনে সভা ও ডেপুটেশন

রঘুনাথগঞ্জ ঃ গত ৩ নভেম্বর এস টি, এস সি, ও বি সি এবং মুসলিম মাইনরিটিস কনফেডারেশনের এক সভা স্থানীয় ফুলতলায় অনুষ্ঠিত হয়। সভার পরে সংরক্ষণ নীতি ও মণ্ডল কমিশন পুরোপুরি চালু করার দাবীতে এক মিছিল শহর পরিক্রমা করে মহকুমা শাসকের কাছে একটি লিখিত ডেপুটেশন দেন। ডেপুটেশনে দাবীগুলির মধ্যে বিশেষ বিশেষ দাবীগুলি হলো—অবিলম্বে পশ্চিমবঙ্গে ব্যাকওয়ার্ড ক্লাসের তালিকা প্রকাশ ও মণ্ডল কমিশনের রায় কার্যকরী করতে হবে। এস সি ও এস টি-র শূন্য কোটা পূরণ করতে হবে। লোক গণনায় নামের পাশে জাতিবর্ণের উল্লেখ করতে হবে। ট্রেনিং প্রাপ্ত ছাত্রদের সরকারী ভাতা দিতে হবে। তাদের শ্লোগান ছিল জয় ভীম, জয় ভারত। এই কনভেনশন পরিচালনা করেন ধরেন দাস, ফুলতলা ও সেখ আবেদ আলি, গফুরপুর বরজ।

যৌতুকে V I P
সকল অনুষ্ঠানে V I P
ভ্রমণের সাথী V I P
এর জুড়ি কি আর আছে!
সংগ্রহ করতে চলে আসুন দুলুর দোকানের
V I P সেন্টারে
এজেন্ট
প্রভাত ষ্টোর (দুলুর দোকান)
রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

কিস্তিতে পাওয়া যায়
বাস, লরী, ম্যাটাডোর, জীপ, প্রাইভেট কার ইত্যাদি। এছাড়া সাইকেল, ফ্যান, টিভি, সোফাকাম বেড, ষ্টিল আলমারী, খাট, ড্রেসিং টেবিল প্রভৃতি নৈনিক কিস্তির মাধ্যমে পাওয়া যায়।
সত্বর নীচের ঠিকানায় যোগাযোগ করুন ঃ
দিলসনস্ মিউচুয়ালাইজার
গভঃ রেজিঃ নং L/44399
শ্মশানঘাট রোড, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ, জেলা মুর্শিদাবাদ ৭৪২২২৫
বিঃ দ্রঃ—কমিশন এজেণ্ট চাই

Centre for Career Development Courses
এখানে সুযোগ রয়েছে ঃ—
১। কমপিউটার ট্রেনিং ২। স্পোকেন ইংলিশ
৩। ব্যাঙ্কিং ও রেল ইত্যাদি পরীক্ষার প্রস্তুতি এবং
৪। কমার্স শিক্ষার।
নতুন বছরের ভর্তি চলছে। যোগাযোগ করুন ঃ
এস. এন. চ্যাটার্জী বি. পি. চ্যাটার্জী
পাকুড়তলা
পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত প্রেস হইতে
অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত